রুপোলি মৃত্যু

মৌসুমী দত্ত

অরণ্যমন প্রকাশনী

ভূ মি কা

পায়েল সেন একজন স্বনামধন্য প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। সাতাশ বছরের এই তরুণীটির ক্ষুরধার বুদ্ধি, শাণিত বিশ্লেষণ ও এক্স-রে দৃষ্টির কাছে বাঘা বাঘা পুলিশ অফিসার মাথা নত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা কলেজের অধ্যাপনার সাথে সাথে চলে ওর শখের গোয়েন্দাগিরি। অ্যাসিস্ট্যান্ট অনামিকা সেন পায়েলের খুড়তুতো বোন, বিজ্ঞাপন জগতের একজন নামকরা মডেল।

গোয়েন্দা-সাহিত্যে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর পায়েল সেন-এর আবির্ভাব এক সাড়াজাগানো ঘটনা। বহু তদন্তের কাজ সুনিপুণভাবে সমাধান করে পায়েল সেন এখন একজন প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধানকারী।

পায়েল সিঙ্গেল মাদার, পাঁচ বছরে তোজোকে একটি অনাথ আশ্রম থেকে দত্তক নিয়ে মানুষ করছে। ওদের আদিনিবাস বর্ধমানে, কর্মসূত্রে কলকাতার বাসিন্দা। পায়েল লালবাজারের স্পেশাল আই.জি. প্রতুল গুপ্তের স্নেহধন্যা, উনি মাঝে মাঝেই পায়েলের কাছে পরামর্শ নিতে আসেন। অপরাধ বিজ্ঞান, ফরেন্সিক সায়েন্স, অপরাধীদের মনঃস্তত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, স্কিন অ্যানাটমি, ফিজিয়োলজি—সবকিছু নিয়েই চর্চা করেন পায়েল সেন। পায়েল ক্যারাটে জানেন, রিভলভার সঙ্গে রাখেন।

১

আজ জোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে,
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে..

আশেপাশে কোথাও থেকে সুরেলা নারীকণ্ঠ ভেসে আসছে।

অনামিকা বলে, "জয়সলমিরের এই স্যান্ড ডিউনস-এ রবীন্দ্রসঙ্গীত আবার কে গাইছে?"

আজ চারদিন হল রাজস্থান ভ্রমণে এসেছে পায়েল, অনামিকা এবং তিহি। কলকাতা থেকে ফ্লাইটে সোজা জয়পুর। একে একে জয়পুর, আজমির, যোধপুর ঘুরে আজ খুব ভোরে জয়সলমির। জয়সলমিরের সোনার কেল্লা, সেলিম কিং হাভেলি দেখে তারপর ক্যামেল সাফারি অর্থাৎ উটের পিঠে চেপে মরুভূমিতে সূর্যাস্ত দেখা। টেন্টে ফিরতেই শুরু হল রাজস্থানি কালচারাল প্রোগ্রাম।

রাজস্থানি নাচের লাইভ ডিজের পর ক্লান্ত হয়ে ওরা তিনজন সবে হাত-পা ছড়িয়ে টেন্টের ভিতরের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে।

তিহি বলে, "হুম, মনে হচ্ছে আমাদের পাশের টেন্টের মিসেস চৌধুরি।"

"মিসেস চৌধুরির পরনে কি কালো-হলুদে ডোরাকাটা সালোয়ার কামিজ? উটের পিঠে এক বাঙালি মহিলাকে দেখলাম মনে হল। তুই চিনিস নাকি ভদ্রমহিলাকে? ওঁর

সাথে কে এসেছেন বল তো?” পায়েল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় তিহির দিকে।

তিহি একজন নামকরা স্কিন স্পেশালিস্ট। পায়েল-অনামিকার ক্লাসমেট। পুজোর ছুটিতে তিনজন বান্ধবী মিলে রাজস্থান ঘুরতে এসেছে।

তিহি বলে, “হ্যাঁ, কালো-হলুদে ডোরাকাটা সালোয়ার কামিজ। ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি, নাম সায়ন্তনী চৌধুরি। মিসেস চৌধুরি আমার পেশেন্ট। প্রচুর পয়সা আর কেমন যেন খ্যাপাটে, অপ্রকৃতস্থ। মাত্রাতিরিক্ত রূপচর্চা করেন। বয়স তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন হবে। ওঁর স্কিনে নাকি আগের মতো জেল্লা নেই, i)V‡ki সমস্যা দেখা দিয়েছে, চুলের ভলিউম কমে গিয়ে চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে; ডায়েট চার্ট মেনটেন করছেন, রোজ জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাচ্ছেন, ওষুধ খাচ্ছেন নিয়মিত; তবুও কোনো উন্নতি নেই, দিন দিন ওঁর চেহারায় বয়সের ছাপ এসে যাচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে আমার কাছে এসে এইসব অভিযোগ করে আমাকে নাজেহাল করে মারেন। তবে এখানে কার সাথে এসেছেন ঠিক বলতে পারব না।”

পায়েল বলে, “ভদ্রমহিলার গানের গলাটি কিন্তু ভারি মিষ্টি। মনে হল উনি একাই এসেছেন।”

অনামিকা অবাক হয়ে বলে, “সে কী, এতদূরে সঙ্গী-সাথী ছাড়া একা একা বেড়াতে চলে এসেছেন?”

তিহি বলে, “ওয়েল, তা আসতেই পারেন। যা ক্ষেপচুরিয়াস মহিলা!”

পায়েল জিজ্ঞেস করে, “ওনার পরিবারে কে কে আছেন জানিস?”

“শুনেছি ওঁর স্বামী মি. চৌধুরি বড়ো বিজনেসম্যান। একটুও ফুরসত পান না, ব্যাবসার কাজে খুব ব্যস্ত থাকেন।

ছেলেপুলের কথা কিছু বলেননি কোনোদিন। আমার কাছে একটি কমবয়সি কাজের মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। সেটি তো আবার আর এককাঠি ওপরে! হাত পা নাড়িয়ে কপাল চাপড়ে বলবে, 'ডাক্তারদিদিমণি, মায়ের সোনার রূপ একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেল গো! এই এত্তো চুল ছিল, ক'দিনে ঝাঁটার কাঠি হয়ে গেল, সব পেকে গেল গো! তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না। মায়ের আগের রূপ তুমি ফিরিয়ে দাও গো দিদিমণি।'

একদিন নিউ মার্কেটে দেখি মহিলা একটি স্ট্রিট ফুডের দোকানে, সাথে কাজের মেয়েটি। দু'জনে কম্পিটিশনে ফুচকা, রোল, চাউমিন, আইসক্রিম খাচ্ছে; খেয়েই যাচ্ছে। কাজের মেয়েটিকে দেখি সর্বক্ষণ ওঁর সাথে সেঁটে থাকে। এখানে ওটাকে সঙ্গে করে আনেননি দেখছি। পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছরের মহিলার ত্বকে প্রাকৃতিক নিয়মে বার্ধক্য আসবেই, চুল পাকবে, ভলিউম কমবে। এসব কে বোঝাবে বল!"

"এমন ছন্দপতন কি আকস্মিক?"

"বলছেন তো তা'ই। আমি সুগার, প্রেশার, থাইরয়েড টেস্ট করতে দিয়েছিলাম। টেস্ট রিপোর্ট সব নরমাল এসেছে। সারাক্ষণ কেমন যেন আতঙ্কে ভোগেন উনি।"

"মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। আবার এতদূর একা একা বেড়াতে চলে এসেছেন। সাথে তো কাজের মেয়েটাকেও দেখলাম না। কী স্মার্টলি উটের পিঠে চড়লেন তরতরিয়ে, ভয়-টয় পাওয়ার লক্ষণ দেখলাম না কিন্তু। "

অনামিকা বলে, "তুই এসব লক্ষ করেছিস বুঝি?"

"হ্যাঁ রে। একজন মধ্যবয়সি বাঙালি ভদ্রমহিলা, সাথে কেউ নেই। এই ট্রিপে উনি আর আমরা ছাড়া আর কোনো বাঙালি নেই কিন্তু। দেখে মনে হচ্ছিল উনি বেশ অন্যমনস্ক,

নিজের খেয়ালে চলেছেন। মাঝে মাঝেই দলছুট হয়ে পড়ছিলেন। তবে এই ট্রিপটা উনি খুব উপভোগ করছেন। আগামীকাল সকালে ওর সাথে আলাপ করতে হচ্ছে তো।"

***

যোধপুর থেকে ওরা তিনজন সোজা জয়সলমিরের 'হোটেল হাভেলি'-তে এসে উঠেছে। আগে থেকে রুম বুক করাই ছিল। হোটেল হাভেলি'র দু'রাত্রি-তিনদিনের প্যাকেজ ট্যুর। সোনার কেল্লা এবং স্যাম বালিয়াড়ি ঘুরে টেন্টে রাত্রিযাপন। সকাল দশটায় ব্রেকফাস্ট খাইয়ে ট্যুরিস্টদের নিয়ে গাড়ি হোটেলে ফিরে যাবে। ভোর ভোর মরুভূমিতে সূর্যোদয় দেখতে বেরিয়েছে তিন বন্ধু।

অনামিকা দেখায়, "পায়েল, ওই দেখ, বাইনোকুলার হাতে মিসেস চৌধুরি।"

মিসেস চৌধুরি বালির ওপর দিয়ে মন্থরগতিতে হেঁটে চলেছেন। পরনে গতকালের কালো-হলুদ সালোয়ার কামিজ। ওকে দেখে পায়েল চলার গতি বাড়িয়ে দেয়।

"তিহি, তোর পেশেন্ট, তাড়াতাড়ি আয়। চল, ওঁর সাথে গল্পগুজব করি।"

"নমস্কার, আপনাকে দেখে তো বাঙালি মনে হচ্ছে!"

ভদ্রমহিলা অন্যমনস্কভাবে এলোমেলো পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পায়েলের ডাকে কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। পিছন ঘুরে তাকিয়ে তিহিকে দেখেই ভীষণ বিরক্ত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নিজের টেন্টের দিকে ছুট লাগালেন।

অনামিকাও নাছোড়বান্দা, সে মিসেস চৌধুরির পিছন পিছন ছুটতে থাকে।

"ম্যাডাম শুনুন, আমরা চোর-ডাকাত নই, নিতান্তই

আপনার মতো সাধারণ ভদ্র বাঙালি ঘরের মেয়ে। তা ছাড়া, আপনি তো ড. তিহির পেশেন্ট?"

এবার ভদ্রমহিলা রাগত মুখে বললেন, "ডোন্ট ডিসটার্ব মি, প্লিজ।" তারপর হনহনিয়ে নিজের টেন্টে ঢুকে গেলেন।

পায়েল বাধা দেয়, "অনামিকা, ওঁকে বিরক্ত করিস না।"

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল গাড়ি ছুটিয়ে উনি যেন কোথাও চলে যাচ্ছেন।

অনামিকা বলে, "কেসটা কী বল তো? আমাদের, বিশেষ করে তিহিকে দেখেই কি মিসেস চৌধুরি এই ডেজার্ট ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন?"

পায়েল গম্ভীর মুখে বলে, "মনে তো তা'ই হচ্ছে। সম্ভবত এখানে নিজের পরিচয় লুকিয়ে এসেছেন। আমরা বাঙালি, তারপর তিহি ওর পরিচিত। তাই নিজেকে আপ্রাণ লুকানোর চেষ্টা করছেন।"

***

প্যাকেজ ট্যুরের ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে হোটেলের স্টাফরা জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করেছে। ট্যুরিস্টদের ব্রেকফাস্টের পর্ব চলছে। শেষ হলেই মরুভূমি ছেড়ে সকলে হোটেল হাভেলির উদ্দেশে রওনা হবে।

ম্যানেজারকে উদ্দেশ করে পায়েল বলে, "আমাদের টিমের কয়েক জন আগেই হোটেলে চলে গেল যে? একটা গাড়ি দেখলাম সাতসকালে বেরিয়ে গেল।"

"কয়েক জন নয় ম্যাডাম, মাত্র একজন লেডিজ। তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে গেলেন। বললেন আজই নাকি কলকাতার ফ্লাইট ধরবেন, হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ে গেছে। ডেজার্ট থেকে ওঁর হোটেলে ফেরার বন্দোবস্ত করে দিলাম।"

"কলকাতায় ফেরার বন্দোবস্তও কি আপনারাই করে দিলেন?"

"না না, আমরা করিনি। বললেন তো যে সে-ব্যবস্থা উনি নিজেই করে নেবেন। আপনারা কি চেনেন ওঁকে?"

"না চিনি না, তবে বাঙালি কিনা। আচ্ছা, উনি তো একাই এখানে বেড়াতে এসেছেন, তাই না?"

"হ্যাঁ একাই।"

পায়েল ফিরে আসে।

"এই তিহি, তোর মিসেস চৌধুরি কলকাতার কোথায় থাকেন জানিস?"

"সম্ভবত লেকটাউনের ওদিকে।"

***

সকাল দশটায় চেক আউট টাইম। ব্রেকফাস্টের পর ট্যুরিস্ট-বোঝাই একটা ছোটো এ.সি. বাস মরুভূমি থেকে হোটেল হাভেলির দিকে রওনা হয়। জানালার কাচ দিয়ে ধু ধু বালিয়াড়ি এবং বাবলা গাছের কাঁটা-ঝোপঝাড় চোখে পড়ছে।

পায়েল নিজের সিটে বসে লক্ষ করে প্যাকেজ ট্রিপের ম্যানেজারের ফোন আসছে ক্রমাগত। উনি কাঁচুমাচু মুখে আমতা আমতা করে আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে ফোনের ও-প্রান্ত থেকে কেউ ধমকানি দিচ্ছে প্রচণ্ড।

বাস হোটেলে থামতেই পায়েল ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে, "কোনো অঘটন ঘটেছে কি?"

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ম্যানেজার কিছুটা যেন হালে পানি পেলেন। উত্তেজিত হয়ে পায়েলকে বললেন, "আপনি তো জানেন ওই বাঙালি ম্যাডাম হোটেলে ফিরে আসার

জন্য কেমন হইচই বাধিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নাকি তখনই জয়পুরে ফিরতে হবে। দ্বিগুণ ফেয়ার দিতেও উনি প্রস্তুত। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির ব্যবস্থা করে নিলাম। ফেরার পথে রাস্তায় উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখন মালিক আমাকে বলছেন আমি নাকি নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছি, একা ওঁকে ছাড়তে হত না।"

পায়েল বলে, "সে কী! ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? না হয়ে থাকলে এখুনি কোনো নার্সিং হোমে ভরতি করে দিন। আপনারা হোটেল কর্তৃপক্ষ বোর্ডারদের আধার কার্ডের ফোটোকপি জমা রাখেন। সেখানে ম্যাডামের বাড়ির ফোন নম্বর পেয়ে যাবেন। অতি সত্বর ম্যাডামের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।"

কিছুক্ষণ বাদেই হোটেলের সামনে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল। সায়ন্তনী চৌধুরিকে নিয়ে দ্রুত স্থানীয় নার্সিং হোমের দিকে ছুটে চলল।

পায়েল-অনামিকা রিসেপশনের একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। ভিড় ফাঁকা হতেই গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল হোটেলের রিসেপশনে বসা ছেলেটির দিকে। ছেলেটি ঝুঁকে পড়ে রেজিস্টার কপি চেক করছিল। পায়েল চারপাশ দেখে নিয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে, "তিনশো ছয় নম্বর রুমের গেস্ট, যাঁকে এইমাত্র নার্সিং হোমে ভরতি করা হল, ওঁর বাড়িতে কি খবর দেওয়া হয়েছে? অ্যাকচ্যুয়ালি আমরা ওর শুভাকাঙ্ক্ষী; বাঙালি তো, উনিও বাঙালি। কলকাতায় থাকি।"

ছেলেটা বলে, "ফোন পেয়ে পড়িমরি করে ছুটে আসছেন ওনার স্বামী মি. চৌধুরি।"

"যাক তবে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ধন্যবাদ।"

***